[redacted]

[redacted]

[redacted]

পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা খোঁজাখুজি করতে থাকে এমতাবস্থায় আমাদের নিজ আম বাগানে গলায় মাপলার জড়িয়ে আমগাছের ডালের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় আমার ছেলে সাগর মল্লিক দেখে। তারপর তাকে উদ্বার করে আমরা হাসপাতালে নিয়ে আসি।

উদ্বারকৃতরা জানান, উদ্ধার করে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরিক্ষা নিরিক্ষা করে তাকে মৃত ঘোষনা করে।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক জানান গাব্রিয়েল মল্লিককে হাসপাতালে আনার আগেই সে মারা গিয়েছিল।

ঘটনার সত্যতা শিকার করে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্য (ওসি) উজ্বল দত্ত জানান, ঘটনার খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি টিম ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। প্রাথমিক তদন্তে সে আত্মহত্যা করেছে বিষয়ে কোন সন্দেয় না থাকায় থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করে লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার গড়াইটুপিতে এসএসসি পরিক্ষার্থীর আত্ন*হত্যা

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার গড়াইটুপি ইউনিয়নের তেঘরি গ্রামে মা বাবার উপর অভিমান করে সুজয় বিশ্বাস (১৬) ঘরের আড়ার সাথে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

সে খাড়াগোদা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এসএসসি পরীক্ষার্থী। সুজয় বিশ্বাস দর্শনা থানার গড়াইটুপি ইউনিয়নের তেঘরি গ্রামের কার্তিক মাঝির ছেলে।

জানা যায়,গতকাল বুধবার (২৪ জানুয়ারি) রাত ১০ টার দিকে মা বাবা পড়াশুনার জন্য গালিগালাজ করলে সবার অজান্তে নিজ শয়ন কক্ষে সুতার রশি দিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যা করে।

আজ বৃহস্পতিবার ভোরে বাড়ির লোকজন টের পেয়ে ডাকাডাকি করলে কোন

শব্দ না পেয়ে ঘরের দরজা ভেঙ্গে দেখে আড়ার সাথে গলায় ফাঁস দিয়েছে। বাড়ির লোকজন চিৎকার করলে আশপাশের লোকজন এসে সুজয় বিশ্বাসের ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করে।

এ ঘটনায় দর্শনা থানার ওসি তদন্ত নিরব হোসেন ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন,মা বাবার কোন অভিযোগ না থাকায় ময়না তদন্ত ছাড়ায় মা বাবার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গার পাঁচলিয়ায় গলাঁয় ফাঁস লাগিয়ে নারীর আত্ন*হত্যা

আলমডাঙ্গার পাঁচলিয়া গ্রামে ডলি খাতুন (৪২) নামের এক গৃহবধু গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছেন। প্রচন্ড অনলাইন জুয়ায় আসক্ত ছেলেকে শাসন না করায় স্বামীর উপর অভিমান করে গৃহবধু আত্মহত্যা করেছেন বলে গ্রামবাসী জানিয়েছেন।

আজ রবিবার দুপুরের দিকে জামজামি ইউনিয়নের বিল পাঁচলিয়া গ্রামের এ ঘটনা ঘটে। নিহত ডলি খাতুন পাঁচলিয়া গ্রামের গোলাম রসুলের স্ত্রী ও দুই সন্তানের জননী।

স্থানীয়রা জানান, গোলাম রসুলের স্ত্রী ডলি খাতুনের দীর্ঘদিন সাংসারিক ঝামেলা চলে আসছে। স্বামী ঢাকায় থাকেন। বাপের অবর্তমানে একমাত্র ছেলে বখে যায়। নেশাসক্ত ও অনলাইন জুয়ায় আসক্ত হয়ে পড়ে। স্বামী ঈদে বাড়ি আসলে এ নিয়ে বিতন্ডা হয় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে। ছেলেকে শাসন না করে গোলাম রসুল ঢাকাতে ফিরতে চাইলে স্ত্রীর সাথে বিরোধ বাঁধে। বিরোধ নিয়েই শনিবার দিনগত রাতে স্বামী স্ত্রীতে বেডে যান। ভোর রাতে কোন এক সময় স্ত্রী ঘর থেকে বের হয়ে পুকুর পাড়ে অবস্থিত মুরগির সেডে গিয়ে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করেন।

দুপুরে মাঠ থেকে ফেরার সময় গ্রামের কয়েকজন ডলি খাতুনের লাশ ঝুলতে দেখেন।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশে পৌছে সুরতহাল রিপোর্ট সংগ্রহ করে।

পরে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে।